সম্পাদকের কলমে

যাও, আগে চূড়ো ছুঁয়ে এসো

বর্ষা আসছে। শুনালাম, বেশ সেজেগুজেই আসছে। এ পর্যন্ত যা খবর, জুন মাস পড়তে না পড়তেই ভারি মেঘ ছেয়ে ফেলবে আকাশ, যথেচ্ছ ঝরে যাবে যত্রতত্র। একদিকে সুখবর। গরমে হাঁসফাঁস দশা থেকে রেহাই পাবে লোক। আবার বর্ষা বেশি বাড়াবাড়ি করলে এখানকার শহর নগর রাতারাতি এক একটা মিনি ভেনিসে পরিণত হয়ে রোজকার জীবনযাত্রা দুঃসহ করে তুলবে। সুতরাং স্বস্তি অস্বস্তি দুইই আছে। অস্বস্তির অন্যতম কারণ, এই সময়ে কিছু অভিযানের নির্ঘন্ট রয়েছে। বিভিন্ন অভিযাত্রী দল হিমালয়ের অন্দরে, পর্বতশিখরে অভিযান করবে। এসবের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে আকাশের ভাবগতিকের 'পরে। তাই সামান্য হলেও দুশ্চিন্তা থাকে।

যাক, এবারে বিশেষ বিশেষ খবরগুলো বলে উঠতে পারি। হয়তো ইতিমধ্যে জেনেছেন, তবু বলি, সিংগালিলার দেশে আরোহীর সামার ট্রেক খুব উপভোগ্য হয়েছে। যারা গিয়েছিল, পাহাড়ে চুটিয়ে চড়াই উৎরাই করেছে, ছবি তুলেছে ইচ্ছেমতো, আবার দৃশ্যের সম্মোহনে ছবি তুলতে ভুলেও গেছে – তাদের অভিজ্ঞতা ভারি সুখের। এখন সবাই জিজ্ঞেস করছে, আবার কবে যাওয়া হবে? এদিকে একদল ফিরল, আর একদল বেরিয়ে পড়ল। আরোহী সামারট্রেক টিম ফিরেছে ২৬ মে, ২৮ মে রওনা দিয়েছে এক্সপিডিশন টিম হিমাচলের পিরাপাঞ্জাল গিরিপুঞ্জের মধ্যমণি ইন্দ্রাসন পর্বতের উদ্দেশে। এক ডজন আরোহী আর পাঁচ শেরপা নিয়ে সতেরোজনের দল। তার সঙ্গে মানালি-নিকটস্থ জগতসুক থেকে যোগ দেবে আরও এক-ডজন মালবাহী বন্ধু। সবাই মিলে বেশ বড় ব্রিগেড। এখনও ওরা যাত্রাপথে। আপাতত আগাম অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ইত্যাদি জানিয়ে রাখি মহাসমারোহে। পরে সব গল্পের ঝাঁপি খুলে যাবে এই পত্রিকারই পাতায়।

এবার ঘর ছেড়ে একটু বাইরের খবর নেওয়া যায়। ওদিকে চিনা বিজ্ঞানী ও আরোহীরা মিলে এক চমক মেরে দিয়েছেন একেবারে এভারেস্ট চূড়োর কাছে। ৮,৮৩০ মিটার উঁচুতে একটা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে সেরেছেন ওঁরা। গোটা ব্যাপারটা সাফল্যের সঙ্গে সারা হয়েছে ৪ মে (বুধবার), ওদের সময়ে দুপুর ১২-৪৫ এভারেস্টের নর্থফেস বেস ক্যাম্প থেকে পুরো প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন চীনের আবহাওয়া বিজ্ঞান দপ্তরের কর্মকর্তারা। এই বিশেষ অভিযানে ১৬টি দলের মোট ২৭০ জন বৈজ্ঞানিক ও অভিযাত্রী অংশ নিয়েছিলেন। শীর্ষে পৌঁছানো মূল দলে অবশ্য ছিলেন ১২ জন।

পরের শিরোনামে আছে লাদাখি যুবক স্ক্যালজাং রিগজিন। সে বিশ্বের দশ নম্বর পর্বত অন্নপূর্ণা'র শিরে পৌঁছে গেল অক্সিজেন সহায়তা ছাড়াই। প্রাক-বর্ষা ঋতুতে এই রিগজিন হ'ল প্রথম ভারতীয়। আমাদের হিসেবে সে সামিট করেছে ৫ মে (বৃহস্পতিবার) দুপুর দুটোয়। অ্যাডভেঞ্চারের এরিনায় বিনা অক্সজিনে অন্নপূর্ণা (৮০৯১) সামিট করে দেশকে এবছর প্রথম গর্বিত করল দূর প্রান্তিক ভারতের ছেলেটি।

আমাদের অভিনন্দন, কুর্নিশ।

এবছর আট-হাজার মিটারি চূড়োয় আরোহীর গতিবিধি ভালোই বেড়েছে। তালিকায় অনেকের নাম আছে, সবার কথা বলা হয়ে উঠবে না। তবে কয়েকজনের কথা তো বলতেই হবে। যেমন নরওয়ের ক্রিস্টিন হ্যারিলা (৩৬), এই মহিলা দিন সাতেকের মধ্যে অন্নপূর্ণা ও ধৌলাগিরি সামিট করে এখন কাঞ্চনজঙ্ঘার এবং অন্যান্য পর্বতের লক্ষ্যে চলেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর লক্ষ্য নির্মল পূর্জার ৬ মাস ৬ দিনে গড়া চৌদ্দটি আটহাজারি পর্বত জয়ের রেকর্ডটি ভাঙবেন। কী কাণ্ড! বিখ্যাত নির্মল সবে তাঁর সদ্য অর্জিত সাফল্য তারিয়ে উপভোগ করছেন, তখনই কিনা ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছেন এক নারী! অবশ্য ক্রিস্টিনকে এখনও অনেক দূর যেতে হবে। সবে শুরু। ২৮ এপ্রিল অন্নপূর্ণা দিয়ে তাঁর শিরে পালক পরা শুরু হয়েছে; দেখা যাক, কোথায় গিয়ে থামেন তিনি। এ দৌড় বড্ড লম্বা!

ক্রিস্টিনের পর বালজিতের গল্প। হিমাচলের এক ট্রাক-চালকের মেয়ে বালজিত কৌর গতবছর ধৌলাগিরি শীর্ষে পা রেখেছিল। ও সামিট করেছিল পিয়ালী বসাকের ধৌলাগিরি সাফল্যের কদিন আগে। ২৭ বছরের এই সাহসী কন্যা আবার এসেছে পর্বতে। কেন্দ্রীয় হিমালয়ে একের পর কীর্তি করে চলছে সে। ২৮ এপ্রিল অন্নপূর্ণা সামিট, মাত্র দুই সপ্তাহের ব্যবধানে এক ভোরে সামিট করলেন কাঞ্চনজঙ্ঘা! ১৫ দিনে দুটি আটহাজারি সামিট! ব্র্যাভো বালজিত। তবে কি, এখানেও থামছে না সে। এই মরশুমেই তার লক্ষ্য আছে এভারেস্ট ও লোৎসে সামিট! হ্যাঁ, আর একটা রেকর্ড হতে চলেছে।

সবশেষে পিয়ালি সংবাদ। চন্দননগরের মেয়েটি আবার আমাদের গর্বিত করল। ওর কীর্তি ফুরোবার নয়। এর মধ্যে কী নজিরবিহীন লড়াই দিয়েছে এই ক্ষীণতনু বঙ্গ-কন্যা। বলতে গেলে বিশাল থ্রিলার। নিশ্চয়ই মনে আছে আমাদের পত্রিকায় পিয়ালির একটা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল এই কিছুদিন আগে। সেখানে বলেছে, ওর এবারের লক্ষ্য এভারেস্ট ও লোথ্‌সে, একসাথে। তার বাজেট ৩৫ লক্ষ টাকা। ০৩ এপ্রিল যখন ও রক্সৌল এক্সপ্রেসে রওনা দেয়, ওর হাতে অর্ধেক টাকাও জোগাড় হয়নি। কাঠমান্ডু গিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে গেছে আর দরবার করেছে হাজারো জায়গায়, যদি ফান্ডিংয়ের কোনও ব্যবস্থা হয়। কলকাতা তথা বাঙলায় ওর যত শুভানুধ্যায়ী সবরকমের চেষ্টা চালিয়েও যখন খুব কিছু করে উঠতে পারল না, বেপরোয়া পিয়ালী রওনা হয়ে গেল বেসক্যাম্পের দিকে। বেসক্যাম্প পৌঁছেও গেল। তারপর নিয়মমাফিক প্রস্তুতিপর্ব সেরে একদিন উঠে গেল তিননম্বর ক্যাম্প। এরপর সামিট ক্যাম্প। তখনই বেঁকে বসল ওর এজেন্সি, টাকা না মেটালে আর সে এগোতে পারবে না। এত বাধা কেন? খুব কি অসম্ভবের স্বপ্ন দেখেছে সে? পর্বতশীর্ষের দিকে পা বাড়ানোর আগে পর্বতপ্রমাণ অর্থ সংগ্রহ; কেমন করে করবে সে? তবু অসম্ভবের সাধনা জারি থাকে। ভয়ঙ্কর ডেথ-জোনে বসে সে অপেক্ষা করে, যদি টাকা আসে। কিন্তু কোন মেঘদূত টাকার খবর নিয়ে আসবে? আজকের অভাবনীয় প্রযুক্তির সৌজন্যে কত কী-ই তো হয়। টাকা কি আসে? পিয়ালি দিন গোনে, ক্যাম্প তিনের রাতগুলো যেন শেষ হতে চায় না। টাকা আসছে বটে, কিন্তু তা বাজেট সামাল দেওয়ার মতো নয়। অবশেষে এজেন্সি (পায়োনিয়ার অ্যাডভেঞ্চার) হার মানল ওর সর্বস্ব পণ করা জেদের কাছে। এমন করে

কেউ স্বপ্ন ধরার জন্য ছুটতে পারে! এই মেয়েকে ধরে রাখা অধর্ম হবে। এজেন্সি বলে, 'যাও আগে চূড়ো ছুঁয়ে এসো, পরে টাকা দিও।' ব্যাস, আর পিয়ালিকে পায় কে! সে ২১ মে সাউথ কল-এ সামিট ক্যাম্প পৌঁছে যায়, ওই রাতেই সামিট পুশ শুরু করে। ২২ মে (রবিবার) সকাল সাড়ে-দশটা, পিয়ালি দাঁড়িয়ে তার স্বপ্নের শিখরে!

পায়োনিয়ার অ্যাডভেঞ্চারের চেয়ারম্যান পাশাং তেঞ্জে শেরপা মারফৎ যেটুকু জানা গেল তার সারমর্ম হচ্ছে যে, পিয়ালি যথারীতি অক্সিজেন ছাড়াই সামিট মার্চ করেছে, কিন্তু পথে আবহাওয়া অতিপ্রতিকূল হওয়ায় ৮৪৫০ মিটার উচ্চতা থেকে সামিট পর্যন্ত ওকে অক্সিজেন সহায়তা নিতে হয়েছে। ওর ব্যক্তিগত সঙ্গী দাওয়া শেরপাও একই কথা বলেছে। যাই হোক, পিয়ালি তারপর সামিট ক্যাম্প হয়ে দুই নম্বর ক্যাম্প পর্যন্ত নেমে এসেছে, এবং একদিনের রুটিন বিশ্রাম নিয়ে আবার সে উঠে গেছে সাউথ কল-এ সামিট ক্যাম্প পর্যন্ত। এবারে লক্ষ্য মাউন্ট লোথ্‌সে। ২৪ মে দিন-ফুরনোর সময়ে পিয়ালির পা গিয়ে থেমেছে পৃথিবীর চতুর্থ উচ্চতম পর্বত লোথ্‌সের শিরে। স্বপ্নটাকে হাতের মুঠোয় ধরে ফেলেছে মেয়ে। সারা বাঙলা ভাসছে খুশির জোয়ারে। খুশির কারণ একজনই, পিয়ালি। আরোহীর নিকটজন বলে আমাদের উচ্ছ্বাসটা একটু বেশি। চেয়ে আছি, কখন সে বিজয়পতাকা উড়িয়ে ঘরে ফেরে...!

সবাই ভালো থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন।